MAR. 0 1 2001

ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

# াবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল রোধে
# াংসদীয় কমিটির ২৫ দফা সুপারিশ

র হায়দার ॥ পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল রোধে ২৫ দফা
রিশ প্রণয়ন করেছে এ সম্পর্কিত সংসদীয় সাব-কমিটি। এর
া রাজনৈতিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখলের রেওয়াজ বন্ধকরণ,
ারে বিভিন্ন প্রকাশনীর গাইড বই বিতরণ ও বিক্রি অবিলম্বে বন্ধ
, পরীক্ষা কেন্দ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা কার্যকর করা, প্রয়োজনে
ন পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের আন্তঃবদলির
স্থাকরণ, নকলপ্রবণ কেন্দ্রসমূহ বাতিলকরণ, শিক্ষকদের
াপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান ও সাহসী পদক্ষেপের জন্য পুরস্কার
র্তন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
দীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এসব সুপারিশ সম্বলিত সাব-কমিটির
পার্ট উপস্থাপন করা হয়।

টির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে সংসদ
নে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। এতে অংশ নেন কমিটির সদস্য
ক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী,
াম রিওশন এরশাদ ও আলমগীর কবির। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
ব ডঃ সাদাত হুসাইনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত
লন।

লিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক
াত ব্যবস্থাবলী পর্যালোচনা ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ
য়নের জন্য ১৯৯৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয়
ী কমিটির পক্ষ থেকে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। হুইপ
দুস শহীদের নেতৃত্বাধীন এই সাব-কমিটি গত দেড় বছরে মোট
বৈঠকে মিলিত হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির
র আলোচনা, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন মহলের
ামতের ভিত্তিতে প্রণয়ন করে ২৫টি সুপারিশ।

লবার স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সাব-কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা
া হয়। এ ব্যাপারে কমিটির সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদ
কণ্ঠকে বলেন, সাব-কমিটির রিপোর্টে কিছু সুপারিশ রয়েছে আশু
স্তবায়নযোগ্য। এগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য
কমিটির পক্ষ থেকেও বেশ কিছু পরামর্শ এসেছে। সেগুলো রি
অন্তর্ভুক্ত করে আগামী ২০ মার্চের মধ্যে কমিটিতে পূর্ণাঙ্গ রি
প্রদানের জন্য সাব-কমিটিকে বলা হয়েছে। ২৫ মার্চ স্থায়ী কমি
বৈঠকে সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সি
গ্রহণ করা হবে। অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, কোন্ ধর
কলেজে (সরকারী, না-কি বেসরকারী) বেশি নকল হয় তা
মঙ্গলবারের বৈঠকে দু'জন সদস্যের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে
বৈঠকে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার
গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে ও শি
ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনে দেশের নাগরিক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী
সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে এ
আসার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে পরীক্ষায় নকল ও দুর্
সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহ
সুপারিশ করা হয়েছে।

এদিকে সাব-কমিটির রিপোর্টে অন্য যেসব সুপারিশ করা হ
সেগুলো হলো, কলেজ মনোনয়ন দেয়ার আগে তা স্থাপন
উপযুক্ততা আছে কি-না সেটা খতিয়ে দেখা এবং কলেজ
সেখানে কেন্দ্র খোলার অনুমতি না দেয়া, ছাত্র-শিক্ষক
অভিভাবকদের নৈতিক উৎকর্ষ বিধানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা,
উপজেলায় একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র না দেয়া, যেসব
প্রতিষ্ঠানের ফলাফল একাধারে কয়েক বছর খারাপ হবে সে
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি বন্ধ
কেবলমাত্র নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্যদেরই পাবলিক পরী
অংশগ্রহণ করতে দেয়া, সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন
অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোতে নকল প্রতিরোধে প্রচার
জোরদার করা, শ্রেণী কক্ষে ছাত্রদের মূল্যায়ন ও ছাত্রগণ
শিক্ষকদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা
পর্যাপ্তসংখ্যক নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করে পরীক্ষক
ইনভেজিলেটরদের নিরাপত্তা প্রদান, পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তা